‘মধ্যরাতে’ ৬০ কর্মকর্তার পদোন্নতি নিয়ে তোলপাড়

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে (কেজিডিজিএল) ৬০ কর্মকর্তার পদোন্নতি নিয়ে তোলপাড় চলছে। অভিযোগ উঠেছে, এসব কর্মকর্তার পদোন্নতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

এর মধ্যে একাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিয়োগ লাভে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার আগেই কেজিডিজিএলে পদোন্নতি দেয়ার ঘটনা ঘটল।

শুধু তাই নয়, পদোন্নতি দেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তালিকা সংস্থার এমডিকেও দেয়া হয়নি। তাকে অন্ধকারে রেখেই ‘মধ্যরাতে’ পদোন্নতির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

কেজিডিজিএল সূত্র জানায়, একসঙ্গে সংস্থার ৫৭ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তাদের পদোন্নতির ফাইলে স্বাক্ষর করা হয় গত বৃহস্পতিবার ‘মধ্যরাতে।’

পরদিন ছুটির দিন শুক্রবার সকালে আরও ৩ কর্মকর্তার পদোন্নতির ফাইলে স্বাক্ষর করা হয়। পদোন্নতি বঞ্চিত কর্মকর্তারা এ ঘটনাকে ‘মিডনাইট প্রমোশন’ বলে অভিহিত করছেন।

মধ্যরাতে পদোন্নতি দেয়ার কথা স্বীকার করে মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন) প্রকৌশলী সারোয়ার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, মধ্যরাতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এটা ঠিক।

এর কারণ হচ্ছে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিতে হলে অনেক দাফতরিক কাজ শেষ করতে হয়। এসব কাজ করতে রাত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া অনেকে আছেন পদোন্নতিবঞ্চিত হয়ে আদালতে রিট করে দেন।

যার ফলে পদোন্নতি ১-২ বছর আটকে যায়। এ কারণে তাড়াহুড়ো করে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, দুদকের ছাড়পত্র রয়েছে। দুদকের ছাড়পত্র ছাড়া কাউকে পদোন্নতি দেয়া হয়নি।

পদোন্নতি পাওয়া ৬০ কর্মকর্তার মধ্যে উপ-মহাব্যবস্থাপক (সাধারণ, অর্থ ও হিসাব, কারিগরি) পদে ১৭ জন, ব্যবস্থাপক (সাধারণ, অর্থ ও

হিসাব, কারিগরি) পদে ৪০ জন ও উপ-ব্যবস্থাপক (সাধারণ ও কারিগরি ক্যাডারে) ৩ জন রয়েছেন।

পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের তালিকা যুগান্তরের হাতে এসেছে। মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন) প্রকৌশলী সারোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে ব্যবস্থাপক থেকে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ১৭ জনকে।

তারা হলেন প্রকৌশলী অনুপম দত্ত, হাবিবুল গণি, হাছান আলী সরকার, মোস্তাফিজুর রহমান, আজিজুল হক, কবির উদ্দিন আহম্মদ, আবুল কাশেম হাওলাদার, প্রকৌশলী আহসান হাবীব, প্রকৌশলী রফিক খান, প্রকৌশলী হাসান সোহরাব, নজরুল ইসলাম, একেএম সালেহ উদ্দিন, শফিউল আজম খান, শামসুল কবির, প্রকৌশলী মৌসুমী পাল, প্রকৌশলী আবু জাহের ও প্রকৌশলী নাহিদ আলম।

উপ-ব্যবস্থাপক পদে থেকে ব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ৪০ জনকে।

তারা হলেন- প্রকৌশলী আশেক উল্লাহ চৌধুরী, কামরুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ আবু শাহেদ চৌধুরী, সৈয়দ মোনাব্বর হোসেন, মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, চন্দনময় নন্দী, হালিম উম্মে হিন্দিয়া, ফারুক হোসেন, মৃদুল কান্তি ঘোষ, সালাহউদ্দিন মাসুদ, বেলাল উদ্দিন, সোহেল মৃধা, আশরাফ আলী, মনজুর রহমান, সুলতান আহম্মেদ, আবদুল আজিজ, মহিউদ্দিন চৌধুরী, বাসুদেব বিশ্বাস, বসির আহাম্মদ ভূইয়া, পলাশ রায় চৌধুরী, ইয়াকুব আলী, মনোরঞ্জন দাশ, রফিকুল ইসলাম, শেখ ফরিদ, আবুল কালাম আজাদ, প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিফাত নওশাদ ভূইয়া, প্রকৌশলী কাওছার, প্রকৌশলী বদিউল আলম, প্রকৌশলী ওয়াছিউর রহমান, প্রকৌশলী আবু হানিফ, প্রকৌশলী রেজাউল করিম, প্রকৌশলী শহিদুর রহমান, প্রকৌশলী মিনহাজ উদ্দিন, প্রকৌশলী নিজাম উদ্দীন খান, প্রকৌশলী প্রজিত বড়ুয়া, একেএম ওবায়ুদুর রহমান খান চৌধুরী, অপূর্ব কুমার বণিক, প্রকৌশলী শাপলা দেওয়ানজী ও প্রকৌশলী ফারুক আহম্মেদ।

পরের দিন শুক্রবার যে তিনজনকে উপ-ব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তারা হলেন- মনির হোসেন, রফিউজ্জামান ও কামরুল ইসলাম।

এ তিনজনের অফিস আদেশে স্বাক্ষর করেছেন উপমহাব্যবস্থাপক লুৎফুল করিম চৌধুরী। এ ব্যাপারে লুৎফুল করিম চৌধুরী বলেন, ‘আমি শুধু আদেশে স্বাক্ষর করেছি। বিস্তারিত কিছু জানি না।’

কেজিডিসিএলের একাধিক কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, সংস্থার সাবেক এক এমডির দুই ছেলেও রয়েছেন পদোন্নতিপ্রাপ্তদের এই তালিকায়।

তাদের নিয়োগ নিয়েই জালিয়াতির অভিযোগ আছে এবং এ ব্যাপারে দুদকে অনুসন্ধান চলছে।

যদিও সংস্থার বর্তমান এমডি খায়েজ আহম্মদ মজুমদার নিজেই পদোন্নতিসংক্রান্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বরাবরে পাঠানো নথিতে লিখেছেন, ‘পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তাদের তালিকা (রেটিং শিটসহ) নির্দেশনা মোতাবেক আমাকে না দেখিয়ে কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মোটেও সঠিক হয়নি। যাই হোক দুদকের ছাড়পত্র, দুদকের সম্মতিসহ চাকরির প্রবিধিমালা, পদোন্নতি নীতিমালা অনুযায়ী সবকিছু যথাযথ থাকলে কমিটির সুপারিশ মতে ব্যবস্থা নেয়া যায়।’

দুর্নীতি দমন কমিশন জেলা সমন্বিত কার্যালয় চট্টগ্রাম-২ এর তদন্ত কর্মকর্তা ও উপসহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিন কেজিডিসিএলের নিয়োগ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ তদন্ত করছেন বলে জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো ধরনের মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সূত্র- যুগান্তর

”সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গণপরিবহনে আগের ভাড়ায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত আসতে পারে”

জনস্বার্থে এবং বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে শর্ত সাপেক্ষে গণপরিবহনের পুরনো ভাড়ায় ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সরকার চিন্তা ভাবনা করছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গণপরিবহনে আগের ভাড়ায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্তও আসতে পারে।

আজ মঙ্গলবার সকালে কুমিল্লা জোন, বিআরটিএ এবং বিআরটিসি’র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হন।

তিনি বলেন, যাত্রীদের সিটে বসে ভ্রমণ করতে হবে। পরিবহনে মাস্ক পরিধান শতভাগ বাধ্যতামূলক। দাঁড়িয়ে কোনভাবেই যাত্রী নেয়া যাবে না।
রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সরকার কূটনীতিক প্রচেষ্টা জোরদার করেছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি নিজ দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপর চাপ দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিও আহবান জানান।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দলিল প্রতি ঘুষ নেন কমপক্ষে ৩৫০টাকা, কখনও তারও বেশি!

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রতিমাসে এই কার্যালয় থেকে কমপক্ষে ৩০০ দলির সম্পন্ন হয়। প্রতি দলিল থেকে কমপক্ষে সাড়ে তিনশ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কোন কোন দলিলে আরো বেশি নেওয়া হয়।

জেলা রেজিস্টারে অডিট ব্যয়, নজরানা সহ এই নানাবিধ কারন দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা।

গাংনীর বর্তমান সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন। অভিযোগ রয়েছে মাহফুজ রানা সাব-রেজিস্টার হিসেবে যোগদানের পর থেকেই বেড়েছে দুর্নীতি। নিজেকে ছাত্রলীগের সাবেক নেতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে ঘোরে তার দুর্নীতির চাকা।

জানা গেছে, গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসে সরকারী নিয়মানুযায়ী ইউনিয়নের কৃষি জমি মূল্যেও ৭ শতাংশ, অকৃষি জমি ৮ শতাংশ, পৌর সভার মধ্যে ২ শতাংশ, প্রিন্টসহ হলফনামা বাবদ ৩০০ টাকা, ই-এ-এন বাবদ ২২৫ টাকা, পে- অর্ডার , নোটিশ বোর্ড ফিস বাবদ ২০০ টাকা ও দলিল লেখকদের লেখা খরচ বাবদ ৮২৫ টাকা উল্লেখ রয়েছে।

অসাধু দলিল লেখক ও অসাধু কর্মচারীরা বিভিন্ন কারন দেখিয়ে দলিল প্রতি ৩’শ টাকা থেকে ৮’শ টাকা ও নকল সরবরাহের জন্য ১ হাজার টাকা থেকে ১ হাজার ৫’শ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অফিস সহকারী হাঁসনা হেনা বকুল সরাসরি গ্রাহকদের কাছ থেকে এই টাকা গুলো আদায় করে। পরে সাব-রেজিস্টার সহ সকল কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে পকেটস্ত করেন।

এছাড়ও সময়মত অফিসেও আসেননা বলে জানা যায় সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা।

১নং দলিল লেখক সমিতির মহুরীদের চাপ দিয়ে জিপি দলিলে সরকারি ফিস ৬’শ টাকা। সেখানে ১ হাজার ৭’শ টাকা আদায় করছেন। ২নং কবলা দলিলে সরকারি ফিস মাত্র ৩’শ টাকা। দলিল ফাইলিংয়ের নামে সেখানে আদায় করা হচ্ছে ৮’শ টাকা, ৩নং নকল সরবরাহের জন্য সরকারি ফিস ৪’শ ৫০ টাকা। সেখানে আদায় করা হয় ১ হাজার থেকে ১২’শ টাকা। ৪নং নামবারিং দলিলে ২ হাজার টাকা আদায় করছেন। ৫নং মসজিদ উন্নয়নের জন্য দলিল প্রতি ২০ টাকা উত্তোলন করা হলেও সেই টাকারও ভাগ নেয় মাহফুজ রানা। এছাড়াও স্ট্যাম্প কম্পিউটার কম্পোজ না করে রেজিস্ট্রি কাজ সম্পাদন করছেন বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দলিল লেখক জানান, দলিল প্রতি অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা দেওয়া লাগে। এর মধ্যে জেলা রেজিস্টার বাবদ ২০০ টাকা, সাব-রেজিস্টার বাবদ ১০০ টাকা এবং অফিস বাবদ ৫০ টাকা উল্লেখ করা হয়।

অন্য এক দলিল লেখক জানান, কমপক্ষে ৫০০ টাকা না দিলে কোন জমি রেজিস্ট্রি করেন না সাব-রেজিস্টার। অফিস সহকারি হাসনা হেনা বকুলের মাধ্যমে সাব-রেজিস্টার এই অর্থ গ্রহণ করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩০০ দলির সম্পন্ন হয় গাংনী সাব-রেজিস্টার কার্যালয় থেকে। দলিল প্রতি কমপক্ষে ৩৫০টাকা নিলেও অতিরিক্ষ লক্ষাধিক অতিরিক্ত অর্থ তারা ক্রেতা-বিক্রেতাদের কাছে থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন।

ভুক্তভোগী গাংনী শহরের হাসপাতাল বাজারের হায়দার আলী জানান,গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসে কোন নিয়ম নেই । অতিরিক্ত টাকা ছাড়া কোন কাজতো হয়ই না কেউই কথাও শোনেন না।

বানিয়াপুকুর গ্রামের মুসফিক জানান, সরকারী নিয়মের বালাই নেই লাগাম হীন ভাবে টাকা নেই হয় আমরা সাধারন মানুষ কার কাছে যাবো সবাই সাব-রেজি: অফিসের তিনজনের কাছে জিস্মি।

গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আবুসামা জানান, আমি জমি ক্রয় করে রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা চাওয়ায় বিপাকে পড়েছি।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা জানান, গাংনী সাব-রেজিস্টার অফিসকে একটি মডেল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু একটি মহল আমাকে বাধা গ্রস্থ করছে। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

মেহেরপুরে বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিলের অভিযোগ

মেহেরপুরে বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিলের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন গ্রাহকরা। এমন অভিযোগ তুলেছেন বেশকয়েকজন গ্রাহক। ভুতুড়ে বিলের সমস্যায় পড়ে তারা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। এ নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে ধর্ণা দিলেও কোন সুরাহা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা।

মেহেরপুর কাথুলী সড়কের সেনাবাহিনীর সার্বেক সার্জেন্ট মহিবুল ইসলাম এমনই এক অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন এর কাছে।

তিনি জানান, প্রতি মাসে তার দোকানে সর্বোচ্চ ১০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যাবহার হয়। অথচ জুন মাসে ১৩৫ ইউনিট ব্যবহার দেখিয়ে বিল করা হয়েছে ১হাজার৩৬৯ টাকা। তিনি জানান, এ নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে গেলেও কোন সুরাহা হয়নি। উল্টো বিদ্যুৎ বিল দ্রুত পরিশোধ করার জন্য তাগাদে দেন।

শহরের হোটেল বাজার শাহানাজ বেগম জানান, তার বাসাতেও অতিরিক্ত ২০০ ইউনিটের বিদ্যুৎ ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ইউনিটের স্পেল অনুযায়ী বিদ্যুৎ দাম বৃদ্ধি হওয়ায় অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা বিদ্যুতের বিল দেওয়া হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের চাই।

এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ সররবরাহ শাখার নিবার্হী প্রকৌশলী সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

‘আলমডাঙ্গায় চেয়ার আছে, পদ আছে রাজনীতি নাই’

‘আলমডাঙ্গাতে কোন রাজনীতি নাই’ দীর্ঘদিন ধরে সচেতন মহলের মাথায় এই দূর্বোধ্য ভাবনাটি ঘুরছে। চেয়ার আছে, পদ আছে অথচ রাজনীতি নাই। কিন্ত যেখানে মানুষ আছে সেখানে রাজনীতি কেন থাকবে না? রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য।

রাজনীতি না থাকলে মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে? এরকম বড় বড় প্রশ্নও মানুষের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে অনেকদিন। কিন্ত কোন উত্তর নাই। রাজনীতির মানব কল্যাণের এসব প্রশ্ন নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি ও হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মাথা ঘামিয়ে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা মনে করেন, ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব আসছে না। যারা নেতৃত্বে থাকছেন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন। মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন না। ঠিক নেতৃত্বের অভাবেই মানুষের জন্য যে রাজনীতি তা কোথাও যেন আজ হাওয়ায় মিশে গেছে। মানুষের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতিটা তাই এখন আর সাধারণ মানুষের নজরে আসছে না।

তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আমাদের এমপি মহোদয় জীবনভর জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা

আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কেন তাঁর ঠিক অনুসারি হতে পারছেন না?

নুরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অপূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অনেক টাকা নেতাদের পকেটে উঠেছে কিন্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এটাকে রাজনীতি বলে না। বলে শোষণনীতি।

তিনি আলমডাঙ্গার শহীদ মিনার নিয়েও কথা বলেন, তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী সব দলের সব নেতা রাতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যান।

কিন্ত শহীদ মিনারের মাঠ থাকে কর্দমাক্ত। বড় বড় চেয়ারের মালিকরা মাঠটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে পারেন না। এটা দায়িত্বহীনতা।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং

এর উদ্বোধন করা হয়।

কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মটমুড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহম্মেদ, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী ও মনিরুজ্জামান আতু সহ ইউ পি সদস্য বৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।
এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ জানান বিট পুলিশিং এখন জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের হাতে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

২১ আগষ্টে গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে এসব কথা বলেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন। সোমবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাহফুজুর রহমান রিটন।

এ সময় তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা এখন সুন্দর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মেহেরপুর আওয়ামী যুবলীগের সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে জামাত-বিএনপি রা কিন্তু বসে নাই আমাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে মিশে ষড়যন্ত্র করছে। আপনাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে।যতই ষড়যন্ত্র হোক ইনশাল্লাহ আমরা এই মেহেরপুরের মাটিতে জামাত-বিএনপি যারা আছে তাদের জন্য মেহেরপুর আওয়ামী যুবলীগ যথেষ্ট।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান হিলন, সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান অপু, শহর যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদুজ্জামান সুইট, বুড়িপোতা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি উজ্জল হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি চমন, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রাইহান উদ্দিন মন্টু, মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল খালেক, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল, সাবেক কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা।

উপস্থিত ছিলেন, পৌর কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য মাহাবুব হাসান ডালিম, ইউনুস আলীসহ বিভিন্ন ইউনিটের যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য সাজিজুর রহমান সাজু।

মেহেরপুরে চার দিন পর ৪৬ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ চার দিন পর ৪৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৪৫৪ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ১৫৫ টি। এর মধ্যে ৪৬ টি পজিটিভ (সদর-৩০, গাংনী -১৫, মুজিবনগর -১)। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩১৬৬ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৪৫৪ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ১৫৫ (সদর-৯১, গাংনী- ৪৯, মুজিবনগর -১৫) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১০ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৪, মুজিবনগর -১)।

এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ২৫৮ জন (সদর-১৩৩, গাংনী -১০৩, মুজিবনগর-২২)। ট্রান্সফার্ড- ২৯ জন (সদর- ২২ , গাংনী-৭) জন।

দামুড়হুদায় ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার জয়রামপুরে কপোতাক্ষ ট্রেনের ধাক্কায় হানেফ জোয়ার্দ্দার,ওরফে হানেফ মিস্ত্রী (৪০) নামের এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯ টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত হানেফ জোয়ার্দ্দার চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের ইদবারী জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে নিজে জমি কিনে ছোট

দুধপাতিলা গ্রামের নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন। তার লাশ বর্তমানে সেই বাড়িতেই রাখা আছে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকালে হানেফ নামের ওই ব্যক্তি সাইকেল যোগে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর বিলে মাছ ধরার জন্য যাচ্ছিলো কেটো পুল পার হওয়ার সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ৭১৫ আপ কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় তিনি লাইনের পাশে পড়ে যেয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যবরণ করেন।

এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন ঘটনা স্থল থেকে হানেফের লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম মৃত হানেফের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তবে জিআরপি পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।